গ্রাম ॥

গ্রাম শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ হলো—'গ্রস্' ধাতু + 'মন্' প্রত্যয়। এক্ষেত্রে 'গ্রস্' ধাতুর অর্থ 'গ্রাস' করা বা দখল করা। অর্থাৎ ভূভাগের খানিকটা অঞ্চল অধিকার করে বহু ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ হওয়া। গ্রামের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে আত্মীয়-অনাত্মীয়, কুটুম্ব ইত্যাদি সম্পর্ক থাকে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, গ্রাম বলতে বোঝায় বিভিন্ন স্বরের একত্রে সমাবেশ, যাদের মধ্যে পরস্পর একটা নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক থাকবে। কোনো অবস্থাতেই স্বরগুলির মধ্যে এই নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক নষ্ট হবে না।

সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থের টীকাকার **কল্লিনাথ**[১] বলেছেন, "জন-সমষ্টির বসতিকে যেমন গ্রাম বলে, তেমনি স্বর-সমূহের একত্র সমাবেশকেও **গ্রাম** বলে"।

শার্ঙ্গদেব[২] বলেছেন, "যে স্বর সমষ্টিতে মূর্ছনাগুলি অবস্থান করে, তাকে গ্রাম বলে"। মতঙ্গমুনি[৩] বলেছেন, "সমগ্র স্বর ও শ্রুতির সংযোগে ২টি গ্রাম উৎপন্ন হয়েছে, যেমন আত্মীয়-কুটুম্ব পরিবেষ্টিত জনসমষ্টি যেখানে বাস করে তাকে **গ্রাম** বলে"।

তাহলে, সংক্ষেপে **গ্রাম** বলতে বোঝায়—সা, রি, গ, ম, প, ধ ও নি এই সাতটি স্বর এক বিশেষ সম্পর্কে অবস্থান করবে। ভারতীয় সঙ্গীতে **গ্রাম** শব্দটি ইংরেজী স্কেল বা **স্বরগ্রাম**-এর প্রায় সমার্থক

গ্রাম-ভেদ ॥

প্রাচীনকালে গ্রাম ছিল তিন প্রকার—**ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম ও গান্ধার-গ্রাম**। ষড়্জগ্রাম বা সা-গ্রামে 'সা' বাদে বাকী ৬টি স্বর **সা-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে অবস্থান করে** বলেই এই গ্রামটির নাম **ষড়্জগ্রাম বা সা-গ্রাম**। মধ্যমগ্রামেও 'মা' বাদে বাকী ৬টি স্বর 'মা'-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে সম্পর্কিত, তাই এর নাম **মধ্যমগ্রাম** এবং একইভাবে **গান্ধারগ্রামেরও** নামকরণ হয়েছ।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী নারদমুনি রচিত **'নারদীয় শিক্ষা'** গ্রন্থ পড়লে আমাদের এই ধারণা জন্মায় যে, মর্ত্যবাসী মানুষদের জন্য ছিল ষড়্জগ্রাম, অন্তরীক্ষবাসী যক্ষদের জন্য ছিল মধ্যমগ্রাম এবং স্বর্গবাসী গন্ধর্বদের জন্য ছিল গান্ধার গ্রাম[৪] এই ৩টি গ্রাম সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।